AN UNSOLVED MYSTREY LOVESTORY

BY MOHAMMAD JAKIR KHAN

An Unsolved Mystrey Lovestory

মোহাম্মদ জাকির খান

(모 하 마 드 자 키 르 칸)

লেখকের কথা :

আসসালামু আলাইকুম,,

আশা করি ভালো আছেন। আল্লাহ আপনার ভালো করুক।দোয়া রইল আপনার জন্য।

এটি আমার প্রথম ছোট উপন্যাস। আমি এই উপন্যাসটি সাধারন ভাবে লিখেছি। আমার ধারনা মতে এই উপন্যাসে অনেক ভুল রয়েছে। আমি যতটুকু চিন্তা করতে পেরেছি ততটুকু প্রয়োগ করতে পেরেছি। আমার অনেক জায়গায় ঘাটতি রয়ে গেছে।

আমি আশা করছি আমার ভুলগুলো ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। এই ছোট উপন্যাসটি চরিত্র সম্পূর্ন কাল্পনিক। উপন্যাসের চরিত্রগুলো কারো সাথে জড়িত নয়।

আপনাদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ আমার ভুলগুলো সম্পর্কে আমাকে অবহিত করবেন।

অভিযোগ করতে আমাকে মেইল করুন

mdjakirkhan4928@gmail.com

অধ্যায় 1 - our first meeting

এটি সবই শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের একটি ছোট শহরে যেখানে দুটি ছোট শিশু মেহেরিমা এবং মেহমেত সবচেয়ে ভালো বন্ধু হয়ে ওঠে। মেহেরিমা মেহমেতের চেয়ে দুই বছরের ছোট ছিল, কিন্তু তারা বই, চলচ্চিত্র এবং সঙ্গীতের প্রতি তাদের ভাগ করা ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। মেহমেত সবসময় মেহেরিমার সাথে একটি বিশেষ সংযোগ অনুভব করেছিল, যা সে পুরোপুরি বুঝতে পারেনি। সে শুধু জানতো যে সে তার সাথে সময় কাটাতে পছন্দ করে এবং সে তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

একদিন মেহমেত দেখল মেহেরিমা একটি ক্যাফেতে এক কিশোর বয়সী ছেলের সাথে কথা বলছে। তারা কি বলছে সে শুনতে পেল না, কিন্তু ছেলেটি মেহেরিমার কাঁধে হাত রেখেছিল। মেহমেত তার উপর ঈর্ষার ঢেউ অনুভব করলো এবং ছেলেটি কে তা জানার জন্য তাদের কাছে ঝড় তুললেন।

মেহেরিমা হতবাক ও বিভ্রান্ত হয়ে তার দিকে তাকাল। ছেলেটি নিজেকে মেহেরিমার স্কুলের বন্ধু বলে পরিচয় দেয় এবং পরিস্থিতি বুঝতে পেরে দ্রুত চলে যায়।

মেহমেত মেহেরিমার কাছে ক্ষমা চাইলো তার এই আচারনের কারনে, কিন্তু ঘটনাটি তার বিষণ্ণতা আরও গভীর করে। এরপর থেকে মেহমেত মেহেরিমার সবকিছু সম্পর্কে খবর রাখত।

তারা বড় হওয়ার সাথে সাথে, মেহমেত বুঝতে শুরু করেছিল যে মেহেরিমার প্রতি তার অনুভূতি কেবল বন্ধুত্বের ছিলো না, তার চেয়ে বেশি ছিল। সে তখন বুঝতে পারেনি কিন্তু তার জন্য একটি আকাঙ্ক্ষা অনুভব করতে পারতো, অন্য কারো চেয়ে তার কাছাকাছি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু সে এই অনুভূতি প্রকাশ করতে জানতো না, এবং সে ভয় পেতো যে সে যদি তাকে হারিয়ে পেলে।

অধ্যায় 2 - Our Teenager Age

কিশোর বয়সে, মেহেরিমা এবং মেহমেতের বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। তারা তাদের স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে কথা বলতো, তাদের ভয় এবং সন্দেহগুলি ভাগ করে নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ব্যয় করতো। মেহমেত প্রায়ই মেহেরিমার দিকে তাকিয়ে থাকতো, তার সৌন্দর্য এবং বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করতো। কিন্তু সে তখনও জানতো না কিভাবে তাকে বলবে কেমন লাগছে।

একদিন, মেহমেত যখন মেহেরিমার জানালা দিয়ে উঁকি দিচ্ছিল, সে ঘটনাক্রমে বাইরে রাখা একটি পাত্রের সাথে ধাক্কা খায়। শোরগোল মেহেরিমাকে চমকে দিল, সে তৎক্ষণাৎ কী হয়েছে তা দেখতে গেল। দরজা খোলার সাথে সাথে সে দেখতে পেল মেহমেত তার মুখে একটি ভেড়ার হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মেহরিমা প্রথমে বিরক্ত হয়েছিলো, কিন্তু মেহমেত দ্রুত ক্ষমা চেয়ে নিলো এবং তার নির্বোধ কৌতুক দিয়ে তাকে হাসাতে লাগলো । সে তার কৌতুক এবং বুদ্ধি দিয়ে হাসাতে শুরু করল তাকে. তারা একসাথে বসে কথা বলতে শুরু করল, এবং তারা এটি বোঝার আগেই কয়েক ঘন্টা কেটে গেছে।

সূর্য ডুবতে শুরু করল, মেহমেত বুঝতে পারল যে সে মেহরিমার বাড়িতে তার পরিকল্পনার চেয়ে অনেক বেশি সময় পার করে ফেলেছে। সে তার মাকে বলেছিলো যে সে রাতের খাবারের জন্য বাড়িতে আসবে, কিন্তু সে মেহরিমার পাশ ছেড়ে যেতে চায়নি।

তার মুখে আতঙ্কের ছাপ দেখে মেহেরিমা তাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। তারা রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলতে থাকল। মেহমেত মেহেরিমার জন্য কৃতজ্ঞ ছিলো এবং বিশ্বাস করতে পারছিলো না যে সে তাকে বন্ধু হিসেবে পেয়ে কতটা ভাগ্যবান।

অবশেষে যখন তারা মেহমেতের বাড়িতে পৌঁছাল, মেহরিমা তাকে দ্রুত আলিঙ্গন করে বিদায় জানালে। মেহমেত সেখানে দাঁড়িয়ে তাকে চলে যেতে দেখছিল, তার হৃদয়ে এমন উষ্ণতা অনুভব করেছিল যা সে আগে কখনও অনুভব করেনি।

সেদিন থেকে মেহমেত মেহেরিমকে বারবার দেখার জন্য কোনো না কোনো অজুহাত খুঁজতে থাকে, এবং তারা দুজন অবিচ্ছেদ্য হয়ে যায়। তারা একসাথে আরও অনেক মজার এবং রোমান্টিক মুহূর্ত ভাগ করে নিয়েছিলো, এবং তাদের বন্ধুত্ব কেবল প্রতিটা দিনের সাথে আরও শক্তিশালী হয়েছে।

একদিন মেহমেত বই ধার করার অজুহাতে মেহরিমার বাড়িতে যায়। সে এসে জানতে পারলো মেহরিমা শাওয়ারে আছে। সে বসার ঘরে সোফায় বসে পড়ল, তার শেষ হওয়ার অপেক্ষায়।

সে অপেক্ষা করতে করতে কফি টেবিলে একটা ফটো অ্যালবাম লক্ষ্য করল। সে কৌতূহলবশত এটি তুলে নিলেন এবং পৃষ্ঠাগুলি উল্টাতে শুরু করলো। হঠাৎ, সে মেহরিমার ছোটবেলার একটি দন্তহীন হাসি এবং বেণীর ছবি দেখে হোঁচট খেলো। সে হাসতে পারলো না এবং প্রশংসা করলো যে তাকে কতটা সুন্দর দেখাচ্ছে।

মেহরিমা বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখে মেহমেত হাসছে। সে তাকে জিজ্ঞাসা করলো যে এত মজার কি ছিল এবং সে তাকে ছবিটি দেখালো। সে প্রথমে বিব্রত হলেও পরে দুজনেই একসাথে হাসতে শুরু করে।

সেই দিন থেকে, মেহমেত মেহেরিমা যখনই হ্যাং আউটে যায় তখনই ছবি তুলত, মজা করে মেহরিমাকে তার "চতুর" অতীত নিয়ে টিজ করত। এটি তাদের মধ্যে একটি চলমান রসিকতা হয়ে ওঠে এবং তারা একসাথে অনেক হাসি ভাগ করে নেয়।

তারা বড় হওয়ার সাথে সাথে মেহমেত বুঝতে পেরেছিলো যে সে মেহেরিমার হাস্যরস এবং দয়ালু হৃদয়ের প্রেমে পড়েছে। সে জানতো যে সে তার সাথে তার বাকি জীবন কাটাতে চায়, তাকে হাসাতে এবং জীবনের সমস্ত অ্যাডভেঞ্চারের অংশীদার করাতে চায়।

কিশোর বয়সে, মেহমেত মেহেরিমার প্রেমে মাথা ঘামাতো, কিন্তু সে গভীরভাবে জানতো যে সে তাকে কখনই বিয়ে করবেন না। তার সাথে তার জীবন কাটাতে না পারার চিন্তায় সে বিধ্বস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তার চেয়েও ভয়ংকর ব্যাপার ছিল যে সে বেকার ছিল এবং মেহেরিমার মায়ের কাছে বিয়ের জন্য হাত চাওয়ার স্বপ্নও দেখতে পারেনি।

মেহমেত প্রায়ই তার ছোট্ট ঘরের জানালার পাশে বসে পৃথিবীকে দেখতেন, মেহেরিমার চিন্তায় হারিয়ে যেতো। সে তাকে সুখী করার সমস্ত উপায় নিয়ে ভাবতো, কিন্তু তার পরিবারের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার চিন্তা তাকে সবসময় আটকে রাখত।

একদিন মেহমেত তার চিন্তায় হারিয়ে গেলে তার মা তার ঘরে এসে তার পাশে বসলো। সে তার চোখে দুঃখ দেখতে পেল এবং জানত যে কিছু একটা তাকে বিরক্ত করছে।

"মেহমেত, কি সমস্যা?" সে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল।

মেহমেত অবশেষে তার মায়ের কাছে বলার আগে এক মুহুর্তের জন্য ইতস্তত করল। সে মাকে বলেছিলো যে সে মেহেরিমাকে কতটা পছন্দ করে এবং সে তাকে ছাড়া তার জীবন কাটানোর কল্পনা করতে পারে না। কিন্তু সে মাকে এটাও বলেছিল যে সে বেকার এবং মেহেরিমার মায়ের কাছে বিয়ের জন্য তার হাত চাইতে পারছে নাহ্।

তার মা ধৈর্য সহকারে শুনলেন এবং তারপর বললো, "মেহমেত, তুমি বেকার থাকার কারণে তোমার স্বপ্ন ছেড়ে দিতে পারো নাহ্। তোমাকে নিজের উপর এবং মেহেরিমার প্রতি তোমার ভালবাসার প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে। না চাইতেই হয়তো তার মন জয় করার উপায় আছে। অনুমতির জন্য তার মা।"

মেহমেত মনে মনে আশার ঝিলিক অনুভব করল। হয়তো তার মা ঠিক বলেছে। হয়তো মাকে না দিয়েই মেহেরিমার মন জয় করার উপায় ছিল।

পরের কয়েক সপ্তাহে, মেহমেত মেহেরিমাকে প্রভাবিত করার জন্য বিভিন্ন ধারণা তৈরি করে। সে তাকে ইমপ্রেস করার জন্য প্রেম সংগঠিত চিঠি লিখতো, তার পছন্দের গান গাইতো এবং এমনকি তার প্রিয় খাবারগুলি কীভাবে রান্না করতে হয় তা শিখতো। সে অক্লান্তভাবে এগুলো করে যাচ্ছিলো, এই আশায় যে একদিন সে মেহেরিমাকে দেখাতে পারবে যে সে তাকে কতটা ভালোবাসে।

মেহেমেত কয়েক সপ্তাহ ধরে মেহেরিমাকে প্রস্তাব দেওয়ার স্বপ্ন দেখছিলো। সে একটি রোমান্টিক পরিবেশ এবং বলার জন্য সমস্ত সঠিক শব্দ সহ নিখুঁত দৃশ্যকল্প কল্পনা করেছিলো। এমনকি সে অসংখ্যবার আয়নার সামনে প্রস্তাব দেওয়ার অনুশীলন করেছিলো।

অবশেষে, সেই দিনটি এসেছে যখন মেহমেত তার পরিকল্পনাটি কার্যকর করবে। সে তার সেরা পোশাক পরে, ফুলের তোড়া নিয়ে মেহেরিমার বাড়ির দিকে রওনা দিল। দরজার কাছে আসার সাথে সাথে তার হৃদপিন্ড প্রত্যাশার সাথে ধড়ফড় করতে শুরু করে, সে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিয়ে কলিং বেল বাজালো।

মেহেরিমার মা দরজায় খুলে দিয়ে তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালো। কিন্তু মেহমেত কিছু বলার আগেই মেহেরিমা তার মায়ের পিছনে হাজির, আগের চেয়ে অনেক সুন্দর লাগছে।

তার দিকে তাকাতেই মেহমেতের হৃৎপিণ্ড এক স্পন্দন এড়িয়ে গেল। সে অনুভব করতে পারছিলো যে তার হাতের তালু ঘামছে এবং তার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে তার স্নায়ু ব্যবহার করে ধাক্কা দিয়ে তাকে ফুলের তোড়া উপহার দেয়।

"মেহেরিমা, আমি জানি যে আমি বেকার এবং আমি তোমার মায়ের কাছে বিয়েতে তোমার হাত চাইতে পারব না। কিন্তু আমি চাই তুমি জান যে আমি তোমাকে আমার সমস্ত মন দিয়ে ভালোবাসি এবং আমি আমার ক্ষমতার সব কিছু করব। তুমি খুশি ! তুমি কি আমাকে তোমার কাছে আমার ভালোবাসা প্রমাণ করার সুযোগ দেবে?"

বিস্ময়ে মেহেরিমার চোখ বড় বড় হয়ে গেল এবং সে হতবাক ও প্রশংসার মিশ্রিত দৃষ্টিতে মেহমেতের দিকে তাকাল। সে তার চোখে ভালোবাসা এবং আন্তরিকতা দেখতে পেলো এবং অনুভব করেছিলো যে তার হৃদয় একটি স্পন্দন এড়িয়ে গেছে।

"অবশ্যই, মেহমেত," সে মৃদুস্বরে বলল। "আমি সবসময় জানি যে তুমি বিশেষ ছিলে। আমি খুশি যে তুমি অবশেষে আমাকে বলার সাহস পেয়েছো যে তুমি কেমন অনুভব করছো।"

মেহমেতের মনে হল সে বিশ্বের শীর্ষে রয়েছে। সে বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে তার স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত সত্যি হয়েছে। সে মেহেরিমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল, এক রাশ সুখ আর উত্তেজনা অনুভব করল।

একটু পর,মেহেরিমার হাতটা ছুঁয়ে যেতেই হঠাৎ বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে গেল মেহমেতের।

বিভ্রান্ত এবং দিশেহারা হয়ে, মেহমেত তার ঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেখে যে একটি ছবির ফ্রেম দেয়াল থেকে তার উপর পড়েছিল। হতাশার ঢেউ তার উপর ভেসে উঠল কারণ সে বুঝতে পেরেছিল যে এটি কেবল একটি স্বপ্ন।

বিষয়টি খুব খারাপ হয়েছে , তার উপর যে ছবির ফ্রেমটি পড়েছিল তা ছিল মেহেরিমার ছবি, যা তাকে পরিস্থিতি সম্পর্কে আরও বিচলিত করে তোলে। সে হতাশায় কাতরাচ্ছে এবং কপালে ঘষছে, ভাবছে তার স্বপ্ন কখনো সত্যি হবে কিনা।

একদিন, মেহেরিমা ঘোষণা করলো যে সে অন্য একজনের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। মেহমেত বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। সে সবসময় আশা করেছিলো যে তারা একসাথে শেষ হবে, এবং এখন সেই স্বপ্নটি অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। সে তার অনুভূতি লুকানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু মেহেরিমা তাকে খুব ভালো করেই জানত। সে তার চোখে ব্যথা দেখতে পায়, এবং এটি তার হৃদয় ভেঙে দেয়।

অধ্যায় 3 - ON YOUR WEDDING DAY

মেহেরিমার বিয়ের দিন যতই ঘনিয়ে আসছে, মেহমেত নিজেকে তার অনুভূতির সাথে লড়াই করতে দেখল। সে দীর্ঘদিন ধরে জানতো যে সে তার প্রেমে পড়েছে, কিন্তু সে সবসময় এই অনুভূতিগুলিকে একপাশে ঠেলে দিয়েছিলো, এই ভেবে যে তারা কখনই একসাথে থাকতে পারবে না।

এখন, যখন সে মেহেরিমাকে অন্য কাউকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তুত হতে দেখেছিলো, তখন সে দুঃখ এবং অনুশোচনার অনুভূতি অনুভব করতে পারলো। সে জানতো যে সে তার জন্য সঠিক ব্যক্তি, কিন্তু এটি ভুল সময় ছিল।

যখন সে তাকে করিডোর দিয়ে হেঁটে যেতে দেখল, মেহমেতের হৃদয় আনন্দ এবং বেদনার মিশ্রণে বেদনাদায়ক হয়ে গিয়েছিলো। সে অবশ্যই তার জন্য খুশি ছিল, কিন্তু সে খুশি হতে পারলো না কিন্তু ভাবতে থাকলো কী হতো যদি তারা তাদের জীবনের অন্য সময়ে দেখা করত।

অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার সাথে সাথে মেহেমেতের মন তার শৈশবে ফিরে গেলো । সে মেহেরিমার সাথে কাটানো সমস্ত সময় মনে রেখেছিলো, গেম খেলেছিলো, গ্রামাঞ্চলে ঘুরে দেখেছিলো এবং তাদের আশা এবং স্বপ্নগুলি ভাগ করেছিলো। সে সবসময় জানত যে মেহেরিমা তার জন্য একজন, কিন্তু সে কখনো তাকে বলার সাহস করেনি। সে তার বন্ধুত্ব হারানোর ঝুঁকি নিতে চায়নি।

এখন, অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। মেহেরিমা অপরিচিত একজনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মেহমেতের হৃদয় ভেঙে দিচ্ছিলো।কাজী সাহেবের মুখে বিয়ের অনুষ্ঠানের কথাগুলো শুনতেই সে চোখের পানি ধরে রাখতে পারল না । মেহেরিমাকে অন্য কাউকে বিয়ে করতে দেখে সে সহ্য করতে পারেনি, কিন্তু তার কোনো উপায় ছিল না।

বিয়ের অনুষ্ঠান জুড়ে মেহমেতের মনে হলো সে স্বপ্নে আছে।

বিয়ের অনুষ্ঠান যত এগিয়ে যাচ্ছে, মেহমেতের হৃদয় ততই ভারী থেকে ভারী হতে লাগল। সে মেহেরিমার সাথে কাটানো সমস্ত সময়, তাদের ভাগ করে নেওয়া সমস্ত স্মৃতি এবং যে সমস্ত মুহূর্তগুলি সে চেয়েছিলো সেগুলি সম্পর্কে সে ভাবতে পারলো না।

কাজী সাহেব যখন মেহেরিমা এবং তার নতুন স্বামীকে স্বামী এবং স্ত্রীকে স্ত্রী হিসাবে উচ্চারণ করালো তখন, মেহমেত তার বুকে তীব্র ব্যথা অনুভব করলো।

সে দেখছিলো যে মেহেরিমা তার বাগদত্তার সাথে প্রতিজ্ঞা বিনিময় করছে এবং তার মনে হয়েছিল যেন তার হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে।

মেহেরিমার অন্য কারো সাথে থাকার চিন্তা সে সহ্য করতে পারেনি। সে তার চোখের জল ধরে রাখার চেষ্টা করেছিলো, কিন্ত তার গাল বেয়ে পড়ছিল যখন সে তার নতুন স্বামীর সাথে তার বিনিময় প্রতিজ্ঞা দেখছিল।

অনুষ্ঠানের পরে, মেহমেত মসজিদ থেকে পিছন দিয়ে রাস্তায় নেমে আসে, শোকে তার হৃদয় ভারাক্রান্ত। রিসেপশনে তার নতুন স্বামীর সাথে মেহেরিমা কাপল ডান্স সহ্য করতে পারেনি সে।

হাঁটতে হাঁটতে তার মনে পড়ে গেল বছরের পর বছর মেহেরিমার সাথে কাটানো সব সময়। তারা একসাথে বড় হয়েছে, পার্কে একসাথে ঘুরছে। তারা একে অপরের সাথে সবকিছু ভাগ করে নিতো, কিন্তু সে তাকে কতটা ভালোবাসে তা বলার জন্য সে কখনই সাহসী ছিল না।

মেহমেত পার্কের বেঞ্চে এসে থামল এবং বসল, তার মাথায় প্রচন্ড ব্যাথা করছিল। সে ভাবলো, যদি সে তাকে বলতো যে তার অনুভূতি কেমন তার প্রতি। হয়তো তারা একসাথে সুখী হতে পারতো। কিন্তু এখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। তাকে এখন দূর থেকে ভালবাসার যন্ত্রণা নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে।

সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে মেহমেত উঠে দাঁড়িয়ে তার চোখের জল মুছে নিল। সে জানত যে সে সবসময় মেহেরিমাকে ভালবাসবে, কিন্তু সে এটাও জানত যে তাকে এগিয়ে যেতে হবে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে রিসেপশনে ফিরে যেতে লাগলো। সে যে মেহরিমাকে ভালবাসে তাই তাকে বিদায় জানানোর জন্য এগিয়ে গেলো।

অনুষ্ঠানের পর, মেহমেত নিজেকে মেহেরিমার সাথে কিছুক্ষণের জন্য একা পেয়েছিলো। তাকে তার বিয়ের পোশাকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল, এবং মেহমেত তার দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে পারেনি।

মেহেরমিয়া তার চোখে দুঃখ লক্ষ্য করলো এবং সে তাকে জিজ্ঞাসা করলো কি ভুল ছিল। মেহমেত একটি গভীর শ্বাস নিল এবং অবশেষে তার অনুভূতি প্রকাশ করার সাহস সঞ্চয় করল।

"মেহেরিমা, আমি জানি অনেক দেরি হয়ে গেছে, কিন্তু আমি শুধু তোমাকে জানাতে চেয়েছিলাম যে আমি ছোটবেলা থেকেই তোমাকে ভালোবাসি। আমি সবসময় ভাবতাম যে তুমি আমার জন্য একজন, কিন্তু আমি তোমাকে বলতে খুব ভয় পেতাম। এবং এখন, তোমাকে অন্য কারো সাথে বিয়ে হতে দেখে খুব কষ্ট হচ্ছে।"

মেহেরিমা তার চোখে অশ্রু নিয়ে তার দিকে তাকাল, এবং কিছুক্ষণের জন্য, মেহমেত ভাবল যে সেও হয়তো একই রকম অনুভব করেছে। কিন্তু তারপর সে আলতো করে তার হাত ধরে বলল,

"আমি জানি তুমি আমাকে ভালোবাসো, মেহমেত," "এবং আমি চাই তুমিও জানো যে আমিও তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু কখনও কখনও, জিনিসগুলি আমরা যেভাবে চাই সেভাবে কাজ করে না।"

মেহমেত হতবাক। সে সবসময় ধরেই নিয়েছিলো যে মেহেরিমা তার সম্পর্কে একইরকম অনুভব করে না এবং এখন সে শুনতে পাচ্ছে যে সেও একই অনুভব করেছে। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে, সে ইতিমধ্যেই অন্য একজনকে বিয়ে করেছে।

মেহেরিমা চলে যাওয়ার জন্য উঠে যেতেই সে মেহমেতের দিকে ফিরে বললেন, "শুধু মনে রাখবে, মাঝে মাঝে তুমি সঠিক ব্যক্তির সাথে দেখা করবে, কিন্তু ভুল সময়ে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ভালোবাসা সত্যি নয়।"

মেহমেত আবেগের সংমিশ্রণ অনুভব করে চলে যাওয়ার সময় দেখল। মেহেরিমা তাকে ভালবাসে জেনে সে কৃতজ্ঞ ছিল, কিন্তু সে তার সাথে থাকতে না পারার বেদনা অনুভব করতে পারেনি। সেই দিনের স্মৃতি তাকে তাড়া করবে বছরের পর বছর।

মেহমেতের মনে হল তার হৃদয় এক মিলিয়ন টুকরো হয়ে গেছে। সে জানতো যে সে সঠিক ছিলো, তাদের জন্য অনেক দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু সে বুঝে উঠতে পারেনি কিন্তু আশ্চর্য হতে পারতো যে যদি তারা তাদের জীবনের ভিন্ন সময়ে মিলিত হতো।

অনুষ্ঠান শেষ হতেই মেহমেত তার কাঁধে হাত অনুভব করল। সে মেহেরিমার বোনকে দেখতে পেল, যিনি সর্বদা তাঁর কাছে বড় বোনের মতো ছিলো। তার দিকে তাকাতেই তার চোখে জল চলে এলো।

"আমি জানি তুমি কেমন অনুভব করছো," সে মৃদুস্বরে বলল। "কিন্তু তোমাকে তাকে যেতে দিতে হবে। সে তার পছন্দকে বিয়ে করেছে, এবং তোমাকে সম্মান করতে হবে।"

মেহেমেত মাথা নাড়ল, কিন্তু তার হৃদয় যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। সে মেহেরিমা এবং তার নতুন স্বামীকে হাত ধরে করিডোর দিয়ে হেঁটে যেতে দেখেছিলো। সে জানতো যে সে তাকে কখনই ভুলতে পারবে না, যে সে সর্বদা দূরে চলে যাবে।

অনুষ্ঠান শেষে মেহেমেত একা বাগানে বসে তারার দিকে তাকিয়ে থাকতে লাগল।

যখন সে সেখানে বসে চিন্তায় হারিয়ে গেল, সে তার পিছনে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল। সে ঘুরে দেখল মেহেরিমার বোন সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখে বিষণ্ণ হাসি।

"আমি জানি এটা তোমাকে ব্যাথা দিচ্ছে ," সে মৃদুস্বরে বলল। "কিন্তু তুমি অন্য কাউকে খুঁজে পাবে। এমন একজন যে তোমাকে তোমার মতো ভালোবাসবে। এমন একজন যে তোমাকে খুশি করবে।"

মেহেমেত মাথা নাড়ল, কিন্তু সে তার কথা বিশ্বাস করল না। সে জানতো যে মেহেরিমাকে তার হৃদয়ে কেউ প্রতিস্থাপন করতে পারবে না। সে জানত যে সে সবসময় তাকে ভালবাসবে, যাই হোক না কেন।

এরপর অনেকদিন কেটে যায়, তাদের আর দেখা হয় না।

মেহেরিমার বিয়ের পর থেকে সে তার সাথে মুখোমুখি হওয়া এড়িয়ে চলতো, কিন্তু ভাগ্য আজ তাদের একত্রিত করেছে।

ব্যস্তময় টমছমব্রীজ শাখার স্বপ্ন সুপার শপের সামনে মেহমেত দাড়িয়ে থাকলো ট্যাক্সির জন্য। তখন হটাৎ করে সে মেহেরিমা কে দেখতে পেল।তখন কিছুক্ষনের জন্য মেহমেতের হৃদয় স্পদন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে চোখ বড় বড় করে মেহেরিমার দিকে তাকিয়ে থাকল।মেহেরিমাও ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করছিলো। মেহেরিমা বামদিকে

তাকাতেই দেখে যে মেহমেত। সেও মেহমেত কে দেখে কিছুক্ষনের জন্য থমকে গেলো।

হঠাৎ করে ট্যাক্সির হর্নে তাদের ঘোর কাটে।মেহেরিমা তখন নিজেকে সামলে নিয়ে সোজা ট্যাক্সির পিছনের সিটে বসে পড়ে।

মেহেরিমাকে সিটে বসতে দেখে মেহমেতের হুশ ফিরে আসে।

মেহেরিমা ট্যাক্সির পিছনের সিটে বসতেই মেহমেত ইতস্তত করল, কারন সে সামনের সিটে বসতে অভ্যস্ত ছিলনা। মেহেরিমা জানতো যে সে তার সাথে পিছনের সিটে বসতে পারবে না, কারণ তার এত কাছাকাছি থাকা তার পক্ষে খুব বেদনাদায়ক হবে।

কিন্তু তারপরও মেহেরিমা তাকে ডেকে অবাক করে দিয়ে বলল, "মেহমেত, আমার সাথে বসো। কতদিন হয়ে গেল আমরা একসাথে ট্যাক্সিতে চড়েছি!" তার কন্ঠস্বর ছিল কৌতুকপূর্ণ এবং তার প্রস্তাবটা মেহমেতকে আঘাত করেছিল। সে কি করবে ভেবে পায়ের দিকে তাকাল।

সেকেন্ডের টিক টিক শব্দের মতো মেহমেতের মন ছুটে গেল। সে জানতো যে মেহেরিমা তাকে এবং তার প্রতি তার অনুভূতি নিয়ে মজা করছে। কিন্তু একই সময়ে, সে তাকে হাসতে দেখে সহ্য করতে পারেনি যে তার কথাগুলি তাকে কতটা আহত করেছে। তাই একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিয়ে ট্যাক্সির সামনের সিটে উঠে দরজা বন্ধ করে দিল।

তাদের মধ্যে নীরবতা ঘন এবং উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। মেহমেত তার দিকে মেহেরিমার চোখ অনুভব করতে পারল, কিন্তু সে তার দিকে তাকাতে অস্বীকার করল। সে জানালার বাইরে তাকালো, মনের ভেতরে তাকে দেখার আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করার চেষ্টা করলো।

কিন্তু একটুপর মেহেরিমা তাকে আবার উত্যক্ত করে। "ওহ, মেহমেত, তোমাকে সামনের সিটে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে," সে হাসতে হাসতে বলল।

মেহমেত তার উপর রাগ এবং অপমানের ঢেউ অনুভব করল। সে তাকে বলতে চেয়েছিলো যে তার কথাগুলি তাকে কতটা আঘাত করেছে, তার প্রতি তার অপরিশোধিত ভালবাসার কারণে সে কতটা কষ্ট পেয়েছে। কিন্তু তার পরিবর্তে, সে তার রাগ নিয়ন্ত্রণ করে এবং তার মুখ বন্ধ রাখে।

ট্যাক্সির বাকি সময়টা শান্ত ছিল, মেহেরিমা মাঝে মাঝে একটা সুরে গুনগুন করতে থাকে আর মেহমেত তার নিজের চিন্তায় হারিয়ে গেল। তারা তাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর সাথে সাথে মেহমেত দ্রুত ট্যাক্সি থেকে নেমে কোন কথা না বলে চলে গেল।

হেঁটে যাওয়ার সময়, মেহমেত বুঝতে পারেনি কিন্তু আশ্চর্য হয়ে যায় যে মেহেরিমার কোন ধারণা ছিল যে তার কথাগুলি তাকে কতটা আঘাত করেছে। কিন্তু সে জানতো যে সে তাকে কখনোই সত্য বলতে পারবে না, তার প্রতি তার ভালোবাসা চিরদিনের জন্য উপস্থিত থাকবে।

অধ্যায় 4 - COMING OF AGE

বছর কেটে যায়, এবং মেহমেত তার স্বপ্নগুলি অনুসরণ করতে ইউরোপ চলে যায়। মেহেরিমা ও তার স্বামী বাংলাদেশে থেকে গেলেও মেহেরিমা ইমেল এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মেহমেতের সাথে যোগাযোগ রাখে।

বছর অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে মেহমেত এবং মেহেরিমার মেসেজের মাধ্যমে কথোপকথন ঘন ঘন হতে থাকে। তারা জাগতিক থেকে গভীর সব বিষয়ে কথা বলতো। মেহমেত ইউরোপে তার সংগ্রাম এবং সাফল্য শেয়ার করতো, যখন মেহেরিমা তার পরিবার এবং একজন স্ত্রী এবং মা হিসাবে তার জীবন সম্পর্কে কথা বলতো।

তাদের কথোপকথন তাদের উভয়ের জন্য একটি লাইফলাইন হয়ে ওঠে। দূরত্ব এবং বছর সত্ত্বেও, তারা এখনও একটি শক্তিশালী সংযোগ অনুভব করতো। তারা তাদের স্বপ্ন, ভয় এবং আশা একে অপরের সাথে ভাগ করে নিতো বন্ধু হিসেবে ।

একদিন, মেহমেত মেহেরিমার কাছ থেকে একটি মেসেজ পায় যে সে একটি ব্যবসায়িক ভ্রমণে ইউরোপে আসছে। মেহমেত এই খবরে আনন্দিত হয়েছিল এবং সাথে সাথে তার জন্য একটি সারপ্রাইজের পরিকল্পনা শুরু করে। সে নিখুঁত ভাবে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা করতে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে দিয়েছিলো, সে একটি বিলাসবহুল হোটেলে সন্ধ্যার জন্য একটি টেবিল বুক করলো এবং মেহেরিমার প্রিয় ফুলের তোড়া ব্যাবস্থা করলো।

মেহেরিমার আসার দিন, মেহমেত নার্ভাসভাবে বিমানবন্দরে ফুল হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছিল। মেহেরিমাকে তার দিকে হেঁটে আসতে দেখখেই সে এমন এক আবেগ অনুভব করলো যা সে বছরের পর বছর অনুভব করেনি। তারা একে অপরকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল, উভয়েই তাদের দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বের উষ্ণতা অনুভব করল তখন।

সেই সন্ধ্যায়, তারা হোটেলে গিয়েছিলো এবং তারা একে অপরকে শেষবার দেখার পর থেকে তাদের জীবনে যা ঘটেছিল সে সম্পর্কে কথা বলে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়েছিলো। মেহেরিমা মেহমেতকে তার সফল ব্যবসায়িক উদ্যোগের কথা বলেছিলো এবং মেহমেত ইউরোপে কাজ করার নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছিলো।

রাত বাড়ার সাথে সাথে, মেহমেত অনুভব করতে পারল যে মেহেরিমার জন্য তার পুরানো অনুভূতিগুলি তার কাছে ফিরে আসছে। মেহেরিমা বিবাহিত জেনে সে তার অনুভূতি গুলো একপাশে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সে যতই তার অনুভূতিকে দমন করার চেষ্টা করেছিলেন, ততই তারা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছিল।

সেই রাতে যখন তারা একে অপরকে বিদায় জানাল, মেহেরিমাকে চলে যেতে দেখে মেহমেত তার নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার অনুভূতি অনুভব করেছিল। সে জানতো যে এই সন্ধ্যাটি সে কখনই ভুলতে পারবেন না এবং এর স্মৃতি চিরকাল তার সাথে থাকবে।

যখন তারা আলাদা হয়ে যায়, মেহমেত বুঝতে পেরেছিল যে সে এখনও মেহেরিমাকে ততটা ভালবাসে যতটা সে কিশোর বয়সে করেছিল। কিন্তু সে এটাও জানত যে অতীত বদলাতে অনেক দেরি হয়ে গেছে এবং মেহেরিমার সুখ তার নিজের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, মেহমেত মেহেরিমাকে বিদায় জানিয়ে চলে গেলো,এবং সে জানতো যে সে সর্বদা তাদের ভালবাসার স্মৃতি লালন করবে।

বছর অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে, মেহমেত ইউরোপে একটি সফল ক্যারিয়ার তৈরি করেছিল, কিন্তু সে কখনই মেহেরিমাকে ভুলতে পারেনি। সে প্রায়ই তাকে মেসেজ দিতো এবং তারা পুরানো সময়ের কথা বলতেন।

তারা আরও ঘন ঘন কথা বলতে শুরু করেছিল, এবং মনে হয়েছিল যে তারা তাদের পুরানো স্বভাবে ফিরে এসেছে। তারা রাজনীতি থেকে শুরু করে তাদের প্রিয় শৈশবের স্মৃতি সব কিছু নিয়ে আলোচনা করতো। এমনকি তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনের ছবি আদান-প্রদান করতে শুরু করে, মেহেরিমা তার সর্বশেষ ভ্রমণের ছবি শেয়ার করে এবং মেহমেত তার

ভ্রমণ করা সুন্দর শহরগুলোর ছবি পাঠায়।

একদিন, মেহমেত মেহেরিমাকে মেসেজ করে জিজ্ঞেস করে যে সে তাকে ভিডিও কল করতে চায় কিনা। সে সম্মত হয়, এবং তারা কথা বলা শুরু করার সাথে সাথে তারা উভয়েই বুঝতে পেরেছিল যে একে অপরের প্রতি তাদের অনুভূতি সত্যিই কখনও ম্লান হয়নি।

মেহেরিমা জানত সে মেহমেতের কাছে কেমন। মেহমেতের কাছে মেহেরিমা ছিল ব্রন বা পিম্পলস এর মতো। যা স্পর্শে বেড়ে যায়, স্পর্শ না করলে আবার মিশে যায়। কিছুদিন ঠিক থাকে আবার কিছুদিন তাড়া করে। তার প্রতি কিছুদিন বিরক্ত থাকে সে কেনো আবার ফিরে আসছে! সে ভুলে যায়,,আবার খুব করে মনে পড়ে। এই ব্রন বা পিম্পলসের মতোই মেহেরিমা মেহমেতের কাছে থাকবে সারাজীবন।

"মেহমেত যে মেহেরিমা কে ভালোবাসত, তা তার রূপের জন্য নয়, গুনের জন্যও নয়।ভালো না বেসে থাকতে পারত না বলেই মেহমেত মেহেরিমা কে ভালোবাসত।"

মেহেরিমার সফল পারিবারিক জীবনের পর, সে হঠাৎ একটি টার্মিনাল রোগে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার স্বামী এবং সন্তানেরা তাকে সর্বোত্তম চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, কিন্তু তার অবস্থার দ্রুত অবনতি হয়।

হঠাৎ একদিন মেহেরিমা অসুস্থতার কারনে তার ঘুমের মধ্যে শান্তিতে মারা যায়। মেহমেত, সে এখনও ইউরোপে বসবাস করছে, এক আত্মীয়ের ফোন কলের মাধ্যমে এই খবর পায় সে। সে বিধ্বস্ত এবং হৃদয় ভেঙে পড়েছিল সাথে সাথে । সে বুঝতে পারলো যে মেহেরিমা মারা যাওয়ার আগে সে শেষবারের মতো একবারও দেখার সুযোগ পায়নি। মেহমেতের অনুশোচনা এবং মেহেরিমার জন্য আকাঙক্ষা তীব্র হয়।

অনেক বছর পর, মেহমেত অবশেষে মেহেরিমার কবর দেখার সিদ্ধান্ত নেন। সে সেখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল, তাদের একসাথে শেয়ার করা সব স্মৃতির কথা ভাবল। হেডস্টোনের উপর তার নামের দিকে তাকাতেই তার চোখ জলে ভরে গেল।

হঠাৎ কাঁধে একটা টোকা অনুভব করল। সে ঘুরে দাঁড়াল মেহেরিমার মতো দেখতে একজন মেয়েক দেখল। সে তাকে দেখে হেসে বললো, "হ্যালো, আমি মেহেরিমার মেয়ে।"

মেহমেত হতবাক। মেহেরিমার মেয়ে আছে বলে তার ধারণা ছিল না। মেয়েটি নিজেকে হুররাম বলে পরিচয় দেন এবং মেহমেতকে তার বাড়িতে চায়ের জন্য আমন্ত্রণ জানালো।

চা খাওয়ার সময়, হুররাম মেহমেতের সাথে তার মায়ের সম্পর্কে গল্পগুলি শেয়ার করেছিলো। সে তাকে বলেছিলো যে তার মা তাকে কতটা ভালোবাসেন এবং কীভাবে তিনি সবসময় তার সম্পর্কে কথা বলতেন।

মেহমেত বিশ্বাস করতে পারেনি। সে ভেবেছিল যে মেহেরিমার প্রতি তার ভালবাসা একতরফা, কিন্তু এখন সে বুঝতে পেরেছিল যে সেও তাকে ভালবাসে।

হুররামের বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় মেহমেত কিছু হারানোর অনুভূতি অনুভব করে। সে জানতো যে মেহেরিমার প্রতি তার ভালবাসা কখনই ম্লান হবে না এবং তাদের একসাথে ভাগ করা স্মৃতিগুলিকে লালন করতে পারে।

শেষ পর্যন্ত, মেহমেত আর কখনো বিয়ে করে নি।

মেহমেত ইউরোপে ফিরে আসে। সে জানতো যে মেহেরিমা সর্বদা তার হৃদয়ে একটি বিশেষ স্থান পাবে, তবে সে এটাও জানত যে তাকে যেতে হবে এবং এগিয়ে যেতে হবে।

মেহমেত এমন এক ধরণের ভালবাসা খুঁজে পেয়েছিল যা বিরল এবং বিশেষ ছিল, এমন একটি ভালবাসা যা সময় এবং দূরত্ব অতিক্রম করে। তাদের এই গল্প মেহমেতকে প্রেমের তিক্ত মিষ্টি প্রকৃতির কথা মনে করিয়ে দেয়।

আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

এই ছোট উপন্যাসটি পড়ার জন্য ।

ইতি,

মোহাম্মদ জাকির খান

(모 하 마 드 자 키 르 칸)